ভাষা আন্দোলনে উর্দুভাষীদের অংশগ্রহণ ও বাংলাদেশে উর্দু ভাষা

মোহাম্মদ হাসান

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন একদিনে গড়ে ওঠেনি। পাকিস্তান সৃষ্টির বহু আগে এ বিতর্ক দেখা দেয়। ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগ প্রধান মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যখন উর্দুকে দলের যোগাযোগের ভাষা হিসেবে চালুর একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, তখন শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল এর তীব্র বিরোধিতা করায় সে উদ্যোগ সফল হয়নি। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দীন আহমেদ উর্দুর সপক্ষে তার অভিমত ব্যক্ত করেন। একই সময় ভাষাতাত্ত্বিক ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ 'আমাদের ভাষা সমস্যা' শিরোনামে এক প্রবন্ধে ড. জিয়াউদ্দীন আহমদের বক্তব্য খণ্ডন করে বাংলা ভাষার পক্ষে জোরালো যুক্তি তুলে ধরেন। সে সময় ওই প্রবন্ধটি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব পূর্ববাংলার রাজনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ওই প্রস্তাবের মধ্যেই বাংলার স্বাধীনতার পূর্বাভাস পাওয়া যায়, কিন্তু পরবর্তী সময়ে মুসলিম লীগ প্রধানের দ্বিজাতিতত্ত্ব বাংলার স্বার্থে আঘাত হানে, তৎকালীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দ ভারত বিভক্তির মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অবসান ও এ অঞ্চলে শান্তি আনয়নের লক্ষ্যে এ সিদ্ধান্ত মেনে নেন। বিষয়টি মুসলিম লীগ নেতারাও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সবকিছুই বাংলার নেতৃবৃন্দ মেনে নেন সামষ্টিক স্বার্থের কারণে। শুধু তাই নয়, ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু প্রদেশ ও বেলুচিস্তানে মুসলীগ লীগ মোট ১৭৪টি আসনের মধ্যে ১১৯টিতে জয়লাভ করে প্রায় ৬৮ শতাংশ আসন লাভ করে। অপর দিকে বাংলা ও আসামে ৩৪টি আসনের মধ্যে ৩১টি আসনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে প্রায় ৯১ শতাংশ আসন লাভ করে। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভক্তির পর মোট জনসংখ্যার ৫৬ ভাগ লোক বাস করত পূর্ব অংশে। ১৯৫২ সালের আদমশুমারির তথ্যানুযায়ী পাকিস্তানে বাংলা ভাষাভাষী বাস করত মোট জনসংখ্যার ৫৬.৪০ ভাগ এবং উর্দু ভাষাভাষী ছিল মাত্র ৩.৩৭ ভাগ।

১৯৪৮ সাল ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক স্তর। সে সময় যখন বাংলা ভাষার পক্ষে ধীরেন্দ্র নাথ দত্তের উত্থাপিত প্রস্তাব মুসলিম লীগ কর্তৃক নাকচ হয়ে যায়, তখন তৎকালীন মুসলিম ছাত্রলীগ ওই বিষয়ের তীব্র বিরোধিতা করে একের পর এক কর্মসূচি গ্রহণ করতে থাকে। এরই মধ্যে পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেলের ঢাকা সফরসূচি চূড়ান্ত করা হয়, তাই তৎকালীন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিশ্রুতিসহ আট দফা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ দ্বারা এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ওই চুক্তিটি শুধু উত্তপ্ত পরিস্থিতিকে শান্ত করার লক্ষ্যেই করা হয়েছিল। পরিস্থিতি সম্পর্কে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী জ্ঞাত থাকলেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদানে ব্যর্থ হয় ও ঢাকা আগমনের পর পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল প্রথমে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ও পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষাসংক্রান্ত যে মন্তব্যটি করেছিলেন তা পাকিস্তানের ইতিহাসে সত্যি এক দুঃখজনক ঘটনা। এখানে উল্লেখ্য, জিন্নাহর মাতৃভাষা ছিল গুজরাটি, কিন্তু পাকিস্তানের শীর্ষ নেতাদের শোষণনীতি এবং মুসলিম লীগের কিছু নেতা তাদের নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে জিন্নাহকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু করার পরামর্শ দেন।

১৯৪৮-৫২ সাল পাকিস্তানে 'অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'-এ স্লোগানে মুখরিত হতে থাকে সারা বাংলা। এ আন্দোলন যেহেতু যুক্তিযুক্ত ছিল, তাই পূর্ববাংলায় বসবাসকারী প্রগতিশীল উর্দু কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, আইনজীবী, শিক্ষক-ছাত্রসহ অনেকেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আন্দোলনে শরিক হন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ড. সৈয়দ ইউসুফ হাসান (সাহিত্যিক), আরিফ হোসিয়ারপুরী (সাহিত্যিক), আয়াজ আসমী (সাহিত্যিক), মাসুদ কলিম (কবি), আখতার পায়ামী (সাংবাদিক), আখতার হায়দ্রাবাদী (কবি), আদীব সোহেল (কবি), খাজা মোঃ আলী (সাহিত্যিক), বাশার মঞ্জু রহমান (সাহিত্যিক), সালাহউদ্দীন মোহাম্মদ (সাংবাদিক), ফখরুদ্দীন আহমেদ (ইঞ্জিনিয়ার), পারভেজ আহমেদ (ব্যারিস্টার), হাসান সাঈদ (সাংবাদিক), আবু সাঈদ খান (সাহিত্যিক), জয়নুল আবেদীন (সাংবাদিক), আতাউর রহমান জামিল (সাহিত্যিক), নৌশাদ নূরী (কবি), হাবিব আনসারী (পেশাজীবী), বানু আখতার শাহুদ (সাহিত্যিক), উম্মে আম্মারাহ (গল্পকার), আনোয়ার ফরহাদ (কবি) প্রমুখসহ আরো অনেক শিক্ষক-ছাত্রসমাজ। শুধু তাই নয়, ড. সৈয়দ ইউসুফ হাসান রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম কেন্দ্রীয় সদস্য মনোনীত হন ও তিনি 'প্রগতিশীল উর্দু লেখক অ্যাসোসিয়েশন'-এর মাধ্যমে সর্বপ্রথম উর্দুভাষীদের পক্ষ থেকে ভাষা আন্দোলনের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করেন। ড. সৈয়দ ইউসুফ হাসানকে ওই সংগ্রামের দরুন জেল-জুলুমও সহ্য করতে হয়েছে। একুশের দিন অর্থাৎ যেদিন ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের ওপর গুলি চালানো হয় এবং সালাম, রফিক, জব্বার ও বরকত শহীদ হন, সে কলঙ্কজনক ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বৈরশাসক মরিয়া হয়ে ওঠে ও

সংগ্রামের সঙ্গে জড়িতদের রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেপ্তার শুরু করে সেদিন অন্যান্যের সঙ্গে ড. সৈয়দ ইউসুফ হাসানকেও গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৫০ সালের দিকে ড. সৈয়দ ইউসুফ হাসান প্রগতি চিন্তার উর্দুমাসিক 'রাফতার' বের করেন, কিন্তু তা পাকিস্তান সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ করা হয়।

অপরদিকে করাচিভিত্তিক আঞ্জুমান তারিক্কিয়ে উর্দুর (উর্দু বিকাশ সংঘ) পূর্ব অংশ ভাষা আন্দোলনের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করায় সংগঠনটির মূল অংশ (পশ্চিমারা) ক্ষুব্ধ হয়। এতে পূর্ব অংশ মূল সংগঠনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করে আঞ্জুমানে আদব (সাংস্কৃতিক সংঘ) নামে একটি আলাদা সংগঠন করে। ১৯৫০ সালের দিকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী রেডিও পাকিস্তানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে আঞ্জুমানে আদব এর তীব্র প্রতিবাদ করে। ১৯৬৯-৭০ সালে বাংলাদেশের বিশিষ্ট উর্দু কবি নৌশাদ নূরী সম্পাদিত উর্দু সাপ্তাহিক 'জারিদা' আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবির সমর্থনে ব্যানার হেডিং করে 'তেরে নাজাত মেরে নাজাত, ছে নুকাত ছে নুকাত', অর্থাৎ তোমার মুক্তি আমার মুক্তি ছয় দফা, ছয় দফা।'

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম ভাষণে বলেছিলেন, 'এটা শুধু আমার ভাবনা নয়, এ ভাবনা হচ্ছে লক্ষ-কোটি মুসলমানের যে পাকিস্তান হবে মুসলমানদের জন্য নিরাপদ একটি রাষ্ট্র সেখানে সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা, ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা, মানুষের সমান অধিকার ও ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় থাকবে।' কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তার দেওয়া প্রথম ভাষণে যে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছিলেন তা তিনি নিজেই ঢাকা সফরকালীন ভঙ্গ করলেন। সেই সূত্রে ১৯৭১ সালে ভেঙে গেল পাকিস্তান ভাঙতে বাধ্য হতে হয়েছিল পূর্ব অংশের জনগণ কারণ জুলুম, নির্যাতন, অধিকার হরণ দীর্ঘকাল চলতে পারে না। '৭১-এ জেগে ওঠে পূর্ববাংলা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ও স্বাধীনতা অর্জিত হয় সাফল্যের সঙ্গে। মহান মুক্তিযুদ্ধের সফলতা নিয়ে এনেছিল বাংলা ভাষাভষী জনগোষ্ঠীর জন্য আনন্দের বন্যা। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত উর্দুভষীদের কপালে নেমে আসে এক বিভীষিকাময় অন্ধকার সময়। জনগোষ্ঠীকে আটকেপড়া পাকিস্তানি হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের বঞ্চিত করা হয় সকল অধিকার হতে, অথচ আজ এ দেশে বসবাসকারী এই জনগোষ্ঠীর ৭০ ভাগই এ দেশে জন্মগ্রহণকারী নাগরিক, যা গত মে ২০০৩ সালে মহামান্য হাইকোর্টের রায়ের মাধ্যমে স্পষ্ট। জনগোষ্ঠীকে বিহারি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বিহারি শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বিহার রাজ্যে বসবাসকারী, কিন্তু ১৯৪৭-পরবর্তী জনগোষ্ঠীটি শুধু ভারতের বিহার রাজ্য থেকে আসেনি বরং ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে এসেছিল এ দেশে। মোহাজের ও আটকেপড়া পাকিস্তানি এই শব্দগুলোর কোনো যুক্তি নেই। কিছু সুঘোষিত নেতা ও একদল ষড়যন্ত্রকারী যারা এ জনগোষ্ঠীকে সর্বদা ঠকিয়ে নিজের আখের গোছানোর জন্য ব্যতিব্যস্ত ও এ জনগোষ্ঠী যেন কখনো তাদের মৌলিক অধিকার অর্জন করতে না পারে সে চেষ্টায় নিমগ্ন, তারাই এই পরিচয়ে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। ১৯৭৪ সালে সম্পাদিত ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে উল্লিখিত ক্যাটাগরি অনুযায়ী ক্যাম্পে বসবাসকারী ৯৮ ভাগ লোক এ ক্যাটাগরির আওতায় পড়ে না। জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে বিষয়টির সামঞ্জস্যতা বিদ্যমান তা হচ্ছে জনগোষ্ঠীর সবার ভাষা 'উর্দু'। তাই জনগোষ্ঠীকে 'উর্দুভাষী বাংলাদেশী' বলা যেতে পারে। স্বাধীনতার কবি শামসুর রাহমান অকপটে বলেছেন, 'একজন সচেতন মানুষ কখনো কোনো ভাষাকে প্রতিপক্ষ মনে করতে পারে না'। মহান মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক কামাল লোহানী বলেছেন, 'এ দেশে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার ভোগ করার স্বাধীনতা বিদ্যমান, তবুও একটি গণতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্রমনাদের মাধ্যমে পরিচালিত রাষ্ট্রে উর্দুভাষীগণ তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত, যা খুবই দুঃখজনক।

ভাষা দিবস বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে এখন বিশ্বের প্রায় ১৯৮টি দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে পালিত হচ্ছে। কারণ একুশের আন্দোলন ছিল বাক-স্বাধীনতা হরণের প্রতিবাদে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সর্বোপরি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল একুশের চেতনা। সেই ১৯৪৮ থেকে ১৯৭০ ও স্বাধীনতা অদ্যাবধি সুদীর্ঘ তিন দশক পেরিয়ে যাওয়ার পরও বাংলাদেশের উর্দুভাষীদের ভাগ্যে জোটেনি সামাজিক স্বীকৃতি।

তাই আমাদের আহ্বান, বাংলা ভাষার পাশাপাশি সাঁওতাল, চাকমা, মারমা, মগসহ উর্দু ভাষাকে বিকশিত করে বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে আরো সমৃদ্ধ করে উর্দুভাষীসহ সকল সংখ্যালঘুর অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে মহান একুশের চেতনার বাস্তবায়ন যেন আমরা করি। উর্দুভাষীদের সুদীর্ঘ তিন দশকের অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থাটি যেন প্রথম সূর্যোদয়ের মতো আলোকিত হয়ে ওঠে– এ প্রত্যাশায় সুন্দর পথের দিশা পাওয়ার জন্য এই জনগোষ্ঠী তাকিয়ে আছে বাংলাদেশের প্রগতিশীল সুশীল সমাজের দিকে।

তথ্য সূত্র : সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত তথ্যাবলী ও ১৯৫৭ সালের সাপ্তাহিক ইলাস্ট্রেটর পত্রিকা, বিহারিজ, দি ইন্ডিয়ান ইমিগ্রেন্টস ইন বাংলাদেশ, আহমেদ ইলিয়াস, বাংলাদেশ উর্দু কবিতা, বাড়ির কাছে আরশিনগর, আসাদ চৌধুরী।

মোহাম্মদ হাসান : আহ্বায়ক, উর্দুভাষী যুব প্রজন্ম অ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা।